43840 - মাহদীর হাকীকত ও কিয়ামতের আলামতগুলোর ক্রমধারা

প্রশ্ন

ইমাম মাহদী কে কিংবা তিনি কে হবেন? তাঁর আবির্ভাবের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে কি কোন দলিল আছে? কিয়ামতের আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়ার ক্রমধারা কী; যার মধ্যে মাহদীর আবির্ভাব, দাজ্জালের ফিতনা, ইয়াজুজ-মাজুজ ও ঈসা আলাইহিস সালামের অবতীর্ণ হওয়া রয়েছে? আশা করি বিস্তারিত জবাব দিবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইমাম মাহদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর একজন সৎ মানুষ। যিনি শেষে যামানায় আসবেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ মানবজাতির পরিস্থিতি সংশোধন করবেন এবং পৃথিবী জুলম ও অবিচারে ভরে যাওয়ার পর ন্যায় ও ইনসাফে ভরে উঠবে। তাঁর নাম হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে। তাঁর পিতার নাম হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতার নামে। তাঁর পুরো নাম হবে এমন: মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল-মাহদী কিংবা আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল-মাহদী। তাঁর বংশধারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্যা ফাতিমা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে সমাপ্ত হবে। তিনি হবেন হাসান বিন আলী (রাঃ)-এর বংশধারায়। তিনি আবির্ভূত হওয়ার আলামত হলো দুঃসময় ও পৃথিবী জুলুম-অত্যাচারে ভরে যাওয়া।

তিনি আবির্ভুত হওয়া ও তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টগুলোর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় কিছু হাদিসে। যে হাদিসগুলো সামষ্টিকভাবে ভাবগত-মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেছে। 1252 নং প্রশ্নোত্তরে তা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

আর কিয়ামতের আলামতগুলো সম্পর্কে কথা হলো:

এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তাদের মতভেদের কারণ হলো: সুন্নাহতে আলামতগুলোর কোন ক্রমধারা উদ্ধৃত না হওয়া। কিন্তু আলেমগণ কিছু ঘটনার ক্রমধারা উদ্ভাবন করেছেন; যা নিম্নরূপ:

১। কিয়ামতের ছোট আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়া। ছোট আলামত অনেক। সেগুলোর সবশিষে কোন ক্রমধারা নেই। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও মৃত্যু, আমওয়াসের প্লেগেরোগ, ফিতনার উত্থান, আমানতদারিতা হারিয়ে যাওয়া, ইলম তুলে নেয়া ও অজ্ঞতার উত্থান, সুদ-ব্যভিচার-বাদ্যযন্ত্র-মদের বিস্তার এবং এগুলোকে হালাল জানা, ভবনের দীর্ঘতা নিয়ে প্রতিযোগিতা, খুন বেড়ে যাওয়া, সময় দ্রুত অতিবাহিত হওয়া, মসজিদের কারুকাজ, শির্কের

আধপিত্য, লাম্পট্যরে বস্তিার, কৃপণতার বৃদ্ধি, ব্যাপক হারে ভূমকিম্প হওয়া, ভূমধ্বিস, মানব-রূপান্তর ও আকাশ থকেে পাথর পড়া, সৎলোকদরে প্রস্থান, মুমনিরে স্বপ্ন সত্য হওয়া, সুন্নতরে ব্যাপারে অবহলো, মথি্যার ব্যাপকতা, মথি্যা-সাক্ষ্যদান বড়েে যাওয়া, আকস্মকি মৃত্যু বড়েে যাওয়া, অধকি বৃষ্টপিাত ও কম উদ্ভদি গজানো, মৃত্যুকামনা করা, রোমানরা বড়েে যাওয়া ও তাদরে সাথে যুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি আরও যা কছিু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হাদসিসমূহে উদ্ধৃত হয়ছে।ে

২। মাহদীর আবর্ভিাব হওয়া। দাজ্জাল বরে হওয়ার আগে ও ঈসা বনি মারয়িাম আলাইহসি সালাম অবতীর্ণ হওয়ার আগে মাহদীর আবর্ভিাব ঘটব।ে এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে জাবরে (রাঃ) এর হাদসি। তনিি বলনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: অবশষেে ঈসা বনি মারয়িাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করবনে। তখন তাদরে (ঐ দলরে) আমীর আল-মাহদী বলবনে: আসুন আমাদরে নামাযরে ইমামতি করুন। কন্তিু তনিি বলবনে: না; যহেতেু এই উম্মতরে জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মান হচ্ছ:ে আপনারা একজন অন্যজনরে উপর নতো।”[হাদসিটি আল-হারছি ইবনে আবু উসামা তার মুসনাদ গ্রন্থে সংকলন করছেনে] ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর ‘আল-মানারুল মুনীফ’ গ্রন্থে (১/১৪৭) বলনে: এর সনদ জাইয়্যদে। এ হাদসিটরি মূল ভাষ্য সহহি মুসলমিে রয়ছে।ে তবে সখোনে আমীররে কথাটি উল্লখে না করে এভাবে উদ্ধৃত হয়ছে:ে অবশষেে ঈসা বনি মারয়িাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করবনে। তখন তাদরে (ঐ দলরে) আমীর বলবনে: আসুন আমাদরে নামাযরে ইমামতি করুন। কন্তিু তনিি বলবনে: না; যহেতেু এই উম্মতরে জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মান হচ্ছ:ে আপনারা একজন অন্যজনরে উপর নতো।’’[সহহি মুসলমি (২২৫)] অর্থাৎ ঈসা আলাইহসি সালাম মাহদীর পছেনে নামায পড়বনে; যা প্রমাণ করে য,ে মাহদীর আবর্ভিাব ঈসা আলাইহসি সালামরে আগে ঘটব।ে ঈসা আলাইহসি সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবনে; যা প্রমাণ করে য,ে মাহদীর যামানায় দাজ্জালরে আত্মপ্রকাশ ঘটব।ে[দখেুন: 10301 নং প্রশ্নত্তোর]

৩। দাজ্জালরে আত্মপ্রকাশ।

৪। ঈসা বনি মারয়িাম আলাইহসি সালামরে অবতরণ ও তনিি দাজ্জালকে হত্যা করা।

৫। ইয়াজুজ-মাজুজরে বহঃিপ্রকাশ। ইয়াজুজ-মাজুজ য,ে ঈসা আলাইহসি সালামরে যামানায় বরে হবে এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে নাওআস বনি সামআন (রাঃ)-এর হাদসি। যাতে রয়ছেে য,ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরে কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি হাদসি বর্ণনা করছেনে তাতে তনিি বলনে: সে (দাজ্জাল) ঐ অবস্থায় থাকাকালে আল্লাহ্ ঈসার প্রতি প্রত্যাদশে করবনে য,ে আমি আমার এমন কছিু বান্দার বহঃিপ্রকাশ ঘটয়িছেি যাদরে সাথে লড়াই করার কউে নইে। সুতরাং আমার বান্দাদরেকে নরিাপদে তুর (পাহাড়)-এ একত্রতি করুন। তথা আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজকে পাঠাবনে এবং তারা প্রত্যকে উচ্চভূমি থকেে দ্রুত ছুটে আসব।ে তাদরে প্রথম দল তাবারীয়া লকে পার হবে এবং সইে লকেে যা আছে সব তারা পান করে ফলেব।ে আর তাদরে সর্বশষে দল যখন পার হবে তখন বলবে এখানে এক সময় পানি ছলি।

এরপর কয়িামতরে আলামতগুলো পর্যায়ক্রমে দ্রুত আসতে থাকবে। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদসিে এসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “আলামতগুলো একটরি পছেনে অন্যটি পরপর আসতে থাকবে; যভোবে পুঁতি সুতা থকেে পড়তে থাকে”।[তাবারানীর ‘আল-মুজাম আল-আওসাত, আলবানী ‘সহহিুল জামে’ গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

এরপর পশ্চমি দকি থকেে সূর্য উদতি হবে, জন্তু বরে হবে, ভূমধ্বিস ঘটবে এবং অন্য বড় আলামতগুলো প্রকাশ পাবে।

আমরা মৃত্যু অবধি অবচিল থাকার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি। তনিইি সর্বজ্ঞ।

আরও বশেি জানতে পড়ুন: ড. আব্দুল আলীম আল-বাসতাওয়রি ‘আল-মাহদয়িুল মুনতাযার’ (১/৩৫৬) এবং ইউসুফ আল-ওয়াবলেরে ‘আশারাতুস সাআহ’ (পৃষ্ঠা-২৪৯) এবং প্রশ্নোত্তর নং 3259।